ছবি

দর্শনলাল ডাইনিং টেবিল থেকে হাঁক পাড়লেন, "কে রে হরেরাম, কে এসেছে?"

হরেরাম কিছু বলার আগেই দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিলো সুধাংশু।

অমায়িক হেসে বললো, "আমি চাচাজী।"

দর্শনলালের উদাত্ত কন্ঠে বাৎসল্যের রস ঝরে পড়লো, "তা ওখানে কেন বেটা? সোজা ভিতরে চলে এসো। হরেরাম ব্যাটার আক্কেলের ছিটেফোঁটাও যদি থাকে। ঘরের ছেলেকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছে।"

হরেরাম গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা লিকপিকে শরীর নিয়ে পলকে অন্তর্হিত হল। খানিক বাদে এক কাপ চা এনে নামিয়ে রাখলো সুধাংশুর সামনে।

দর্শনলাল আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "শুধু চা? পরাঠা কোথায়? নাস্তার আগেই চা খাবে নাকি? উল্লু কা পাট্ঠা কাহিঁকা ----।"

হরেরাম চোখ পিটপিট করে চাইলো সুধাংশুর পানে।

সুধাংশু অমনি হাঁ হাঁ করে উঠলো, "না না চাচাজী, আমি এই মাত্তর পেট ভরে খেয়ে এসেছি। এখন আর কিচ্ছু খেতে পারবো না। আপনি নাস্তা করুন।"

দর্শনলাল নিশ্চিন্তমনে বোম্বাই সাইজের আলু-পরোটাদের নিয়ে পড়লেন। এবং পরোটা চর্বণের ফাঁকে ফাঁকে আলাপনা চালিয়ে যেতে থাকলেন পরোটা ঠাসা স্ফীত বদনের অর্ধস্ফুট বচনে। অচিরে সহধর্মিণী চন্দ্রকলা এসে যোগ দিলেন।

সুধাংশু উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো, "কেমন আছেন চাচিজী?"

"বোস বেটা, বোস। বাতের ব্যথাটা বড়ই বেড়েছে ইদানীং। এছাড়া

রামজীর কৃপায় আর কোন তক্‌লিফ নেই।"

সুধাংশুর বাবা দাশুবাবু দর্শনলালের সহকর্মী ছিলেন এককালে। রিটায়ার করে আজীবনের সঞ্চয় এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভাঙিয়ে কোলকাতার উপকন্ঠে ছোটমত একটা বাড়ি তুলে পেন্সনের টাকায় দিনপাত করছেন কোনমতে। সম্প্রতি জ্যেষ্ঠপুত্র সুধাংশু একটা চিকেন ফিডের ফ্যাক্টরিতে সেলস্‌ম্যানের কাজ পেয়েছে। বেতন অল্পই তবে কমিশন আছে এবং লেগে থাকলে সামান্য কিছু উন্নতির আশাও আছে। অন্তত বেকারত্বের চেয়ে শ্রেয় অবস্থা।

এই চাকরিসূত্রেই খুঁজে পেতে পিতৃবন্ধুর গৃহে পদার্পণ। কারণ দর্শনলাল অফিস থেকে রিটায়ার করলেও কর্মজীবন থেকে অবসর নেননি। টাকাকড়ি যা ছিল এবং যা যোগাড় করতে পেরেছেন সব ঢেলে পোল্‌ট্রির ঢালাও কারবার আরম্ভ করেছেন এবং গত আট বছরে সে কারবার ফুলে ফেঁপে তাঁর মূলধন ফেরত দিয়েও যা মুনাফা করেছে এবং করে চলেছে তা যে মোটেও অকিঞ্চিৎকর নয় তা বুঝতে দেরী হয় না সুধাংশুর। পুরু গালিচা মোড়া মেঝে, ঘরময় দামী আসবাবপত্রের সমারোহ, চন্দ্রকলার মেদভারে জর্জরিত দেহভার জুড়ে জড়োয়ার ঝিকিমিকি - এসবই ভাগ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ কারুণ্যের ভূয়সী প্রমাণ। এমন কি এই বয়সে দর্শনলালের অমন খাপখোলা তরোয়ালের মত ছিপছিপে তীক্ষ্ণধার শরীর এবং শিকারী বিড়ালের মত ধারালো নজরের কারণও এই আচমকা অর্থাধিক্যের টনিক।

চাচাজীর সঙ্গে পুরোনো পারিবারিক সৌহার্দ্য ঝালানোর উপর যে তার আখেরের অনেক কিছু নির্ভর করছে সে কথা মর্মে মর্মে বুঝতে পারে সুধাংশু। চন্দ্রকলাকে বাতের টোটকা দাওয়াই বাৎলিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেয় সে। ডাইনিং টেবিলের উপর ছ'ফুট বাই চার ফুট পেল্লায় এক অয়েল পেন্টিং আড়াআড়ি ভাবে ঝুলছে। কোন ঘিঞ্জি শহরতলীর হাটবাজারের দৃশ্য। জনবহুল রাস্তার ধারে বেচাকেনা চলছে পুরোদমে। তারই একপাশে অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু ক'টি প্রাণী আকন্ঠ প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছে দর্শকের পানে। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলোয় রাঙানো বেগুনি আকাশের পৃষ্ঠভূমি যেন এক অপার্থিব রূপ দিয়েছে সমস্ত দৃশ্যটিকে।

মুগ্ধ চোখে ছবিটির পানে চেয়ে থাকে সুধাংশু।

তারপর আত্মগতভাবে বলে, "ওয়াণ্ডারফুল ! সিম্পলি ডিভাইন !"

দর্শনলাল তখন নাস্তা সেরে ন্যাপকিনে পরোটার ঘি মুছছেন।

সুধাংশুর মন্তব্য শুনে সোল্লাসে তার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, "সাবাস বেটা। সাধে কি বলে বাঙালীরা আর্টের আসল জহুরী। এ লাইনে তাদের উপর টেক্কা দিতে পারবে না কেউ। তোমার চাচি তো কিছুতেই টাঙাতে দেবে না এ ছবি। দিল্লীর একটা একজিবিশন থেকে ছবিটা কিনে এনে প্রেজেন্ট করেছিল এক মক্কেল। দেখেই মনে ধরে গেল আমার। এমনিতে কত লোকে কত কি প্রেজেন্ট করে, আমিও আবার দরকার মত চালিয়ে দিই সেগুলো - ব্যবসা মানেই তো লেনদেনের ব্যাপার, বুঝতেই পারছো। কিন্তু এ ছবিখানা হাতছাড়া করতে মন সরলো না। এইখানে টাঙিয়ে দিলাম। দু'বেলা খেতে বসে ছবিখানা দেখি আর রামজীকে স্মরণ করে বলি, 'প্রভু, এ নোকরের উপর তোমার অপার নেকনজর যেন চিরদিন বজায় থাকে।'"

চন্দ্রকলার বাতের জন্য কোবরেজি তেল যোগাড়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুধাংশু বিদায় নিলে দর্শনলালও পোশাক-আশাক পালটে নিলেন এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে গাড়ি হাঁকিয়ে কনাটপ্লেসের অফিসে গিয়ে পৌঁছলেন। আসল কর্মস্থল - মুরগিচাষের ক্ষেত্র - দিল্লীর উপকন্ঠে, বাড়ি থেকে মাইল দশেক দূরে। ডিম ও মুরগির অর্ডার সাপ্লাই, হোটেলকর্তা ও অন্যান্য থোক ক্রেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ-কথাবার্তা-লেনদেনের সুবিধার জন্য শহরের মধ্যিখানে দু'খানা ঘর নিয়ে কনাটপ্লেসের এই অফিস।

কাজকর্ম সবকিছু নিজেই দেখাশোনা করেন দর্শনলাল। সাহায্যার্থে আছে দু'জন ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং তন্বী সেক্রেটারী বিমি। ছোকরা দু'জন পসরা ঠাসা ডেলিভারি ভ্যান নিয়ে মাল বিলি করতে গেছে শহরের এ মুলুক সে মুলুকে। বিমি টাইপরাইটারের সামনে বসে ছোট হাত-আয়না ধরে মেক্‌আপে মগ্ন।

দর্শনলাল তার কাঁধে হালকা চাপড় মেরে বললেন, "খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে !"

বিমি উত্তর না দিয়ে ধীরেসুস্থে মেক্‌আপ শেষ করলো।

তারপর ঝাঁকি দিয়ে কাঁধ থেকে দর্শনলালের হাতটা সরিয়ে দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, "বাব্বাঃ, রবিবার দিনও অফিসে আসা চাই। সবাই ফাইভ-ডে উইকের জন্য চেল্লাচিল্লি করছে আর আমাদের কপালে একেবারে সেভেন-ডে উইক।"

দর্শনলাল প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, "বেশ চলো, আজ অফিস বন্ধ করে আমরাও ছুটি পালন করি। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। যেতে যেতে ঠিক করে ফেলো আজকের প্রোগ্রামটা।"

অফিসে তালা মেরে গাড়িতে চালকের সিটে বসলেন দর্শনলাল। বামপাশে উপবিষ্টা বিমি। খানিকক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে পোল্‌ট্রি ফার্মের উল্টোদিক পানে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন দর্শনলাল।

দর্শনলাল বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। তিনি জানেন রুই-কাতলা খেলিয়ে তুলতে হলে ছিপের সুতো ছাড়তে হয়; প্রতিপদে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কেউ কোন বড় রকমের দাঁও মারতে পারেনি কোনদিন। সরকারী চাকরির স্বল্প আয়ে আজীবন সাদামাটা সৎ-সাত্ত্বিক জীবনধারায় অভ্যস্থ দর্শনলালের নবলব্ধ অর্থপ্রাচুর্যে উত্তপ্ত এই নতুন জীবনে বিমি শুধু রুই-কাতলা নয়, একেবারে রাঘব বোয়াল। তাই পেট্রলের হিসেব নস্যাৎ করে সাদা অ্যামবাসাডারখানা শ্বেত পক্ষীরাজের গতিতে ছুটে চললো। যমুনা সৈকতে মনোমত একটা ঠাঁই খুঁজে আড্ডা গাড়লেন।

বিমি বাঁকা চোখে রিস্টওয়াচ দেখে বললো, "দেড়টা বাজে। আমার বাপু দেড়টার মধ্যে লাঞ্চ খাওয়া অভ্যেস।"

সেক্রেটারীসহ সাদা অ্যামবাসাডারে চড়ে অন্তর্ধানের অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয় দর্শনলালের। যদিও এর আগের অভিযানগুলো খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। তবু সেক্রেটারীর অভ্যাসগুলো জানা হয়ে গেছে তাঁর। এবার তাই আঁটঘাট বেঁধে এসেছেন সবদিকে। বিমির ঘোষণা শুনে গতবারের মত ঢোঁক গিলে নিরাশবদনে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন না। অক্লেশে ব্রিফকেস খুলে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে আনা খাবারের প্যাকেট বার করে হাতে ধরিয়ে দিলেন তার। বিমির দু'চোখে খুশির আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাসিমুখে পেপার প্লেটে খাবার গোছাতে বসলো গৃহিণীর অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে।

চাইনিজ খাবার এর আগেও খেয়েছেন দর্শনলাল কিন্তু আজকের এ অমৃতের তুলনা নেই। কারণ এরকম ভোজন পেলেও ঠিক এমন পরিবেশটি জোটেনি আগে। বিমির মেজাজটা আজ বেশ অনুকূল। মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁতের সারি হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। সে হাসি বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত করছে দর্শনলালের দেহে মনে।

হঠাৎ সুইচ টিপে আলোর মেলায় সবকটি বাতি যেন নিভিয়ে দিলো কেউ। আনন্দময় পরিবেশের মাঝে সম্পূর্ণ অবান্তর ক'টি মুখ ভেসে উঠলো।

অস্থিচর্মসার, রোগে দারিদ্র্যে অকালবার্ধক্যে জরজর একটি লোক হাত বাড়িয়ে কঁকিয়ে উঠলো, "বাবুজী, কিছু খেতে দাও। আজ তিনদিন পেটে দানা পড়েনি। দোহাই হুজুর, গরীবকে একটু দয়া করো।"

দর্শনলালের হাতের গ্রাস মধ্যপথে থেমে গেল। বিমি সভয়ে ওঁর কাছে সরে এলো। রাগত ভাবটা চেপে চোখেমুখে যতটা সম্ভব কারুণ্য ফুটিয়ে একদলা 'চাউ-মিয়েন' আলগোছে স্পর্শ বাঁচিয়ে লোকটির প্রসারিত অঞ্জলিতে ফেলে দিলেন দর্শনলাল। মুহূর্তে সঙ্গী বাচ্চা দু'টো ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার হাতের উপর। চেটেপুটে নিঃশেষে সাফ করে দিলো শেষতম অন্নকণা।

দর্শনলাল ওদের দিকে পিছন ফিরে দ্রুত খেয়ে যেতে লাগলেন। বিমিও। অদূরে তিনজোড়া ক্ষুধার্ত চোখ যে অনিমেষে চেয়ে রয়েছে সে কথা যথাসাধ্য অগ্রাহ্য করে। কিন্তু বেশীক্ষণ সম্ভব হল না।

"বাবুজী, একটু খাবার দাও ! ভগবান তোমায় অনেক দিয়েছেন। গরীবকে দয়া করো বাবুজী।"

দর্শনলাল পেপার প্লেট নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

লোকটির দিকে এগিয়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ভাগো! ভাগ যাও হিঁয়াসে।"

লোকটা দুই হাত পেতে মিনতি করে বললো, "মেহেরবানি করো বাবুজী। বেশী নয়, শুধু আর এক মুঠো ----।"

তার কথা শেষ হ'বার আগেই দর্শনলাল কর্কশ হাতে ঠেলা মেরে বললেন, "যাও ভাগো !"

লোকটা টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ছেলে দু'টো নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

মনে মনে ভারি অপ্রস্তুত হলেন দর্শনলাল। লোকটাকে ভাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও অভিপ্রায় ছিল না তাঁর। অত অল্প আঘাতে ও যে কাটা গাছের মত ধরাশায়ী হবে তা মোটেও আশঙ্কা করেননি তিনি। কিন্তু এখন আর চারা নেই। হাভাতে লোকটার কাছে তো আর করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় না! নরম হলেই মাথায় চড়ে বসবে আরও। গুরু গম্ভীর মুখে গাড়ির কাছে ফিরে এলেন। আড়চোখে নজর রাখলেন লোকটার দিকে। না, খুব একটা সাংঘাতিক চোট লেগেছে বলে মনে হয় না। কাঁচাপাকা খোঁচাখোঁচা দাড়ি ধুলোমাটিতে মাখামাখি হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ছেলে দু'টোর হাত ধরে ধীরে ধীরে পা ফেলে কাঁচা মেঠো পথ ধরে মিলিয়ে গেল লোকটা। দর্শনলাল মনে মনে একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আজকের অভিসারের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল ব্যাটা। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বো ছিঁড়বো করেও ছিঁড়লো না শেষতক। মাগ্যিগণ্ডার দিনে ক'লিটার পেট্রল আর অমন মুখরোচক চটকদার চীনে ভোজন স্রেফ মাঠে মারা গেল।

রাত্রে চন্দ্রকলা অবাক বিস্ময়ে দেখেন স্বামীর পাতে পরোটার গোছা নিঃসাড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। স্বামী তার এক নম্বর পরোটাখানাই নাড়াচাড়া করছে এতক্ষণ ধরে।

"সরষে সাগটা তেমন জুৎ হয়নি বুঝি আজ?"

"না, না, ভালই হয়েছে।"

দর্শনলাল পরোটা ছিঁড়ে সাগ মাখিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে আড়চোখে ছবিটার দিকে তাকালেন।

ক'জোড়া বুভুক্ষু চোখ একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, "বাবুজী, দয়া করো। তিন দিন পেটে দানা পড়েনি। একমুঠো খেতে দাও।"

হাতের গ্রাস থালায় নামিয়ে রেখে চোঁ চোঁ করে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে ফেললেন দর্শনলাল। দুধের ঢাউস গেলাস হাতে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে

এলেন চন্দ্রকলা।

দর্শনলাল হাত নেড়ে বললেন "পেটটা কেমন ভুট্‌ভাট্‌ করছে। আজ আর কিছু খাবো না।"

ক'দিন পর বাতের ওষুধ দিতে এসে সুধাংশু দেখলো খাবার টেবিলের উপরে টাঙানো ছবিখানা অন্তর্হিত হয়েছে। তার জায়গায় ঝুলছে একখানা এনলার্জ করা ফটো। শাদা দাড়ি-গোঁফওলা অশীতিপর এক বৃদ্ধ প্রশান্ত সস্নেহ দৃষ্টিতে ওদের পানে চেয়ে রয়েছেন।

দর্শনলাল দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "আমার গুরুদেব।"